Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 27-06-2026 15:50 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১২ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। শনিবার ২৭ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৮৪ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা উত্তরে, বাড়বে নদীর জলস্তর, নামতে পারে ধস!

ঢাকা হত সিসিটিভি, শৌচাগারে লুকনো টাকা! রাম মন্দিরে 'চুরি'র নীল নকশায় তাজ্জব তদন্তকারীরা

ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পে মৃত্যু হাজার ছুঁই ছুঁই! উদ্ধারকাজের গতি নিয়ে সরকারের উপরে রুষ্ট আমজনতা

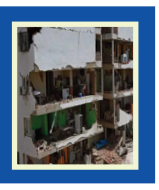

রবি ঠাকুরের একতারা থেকে বাটিক

বাংলার ঝুলিতে ১২ নতুন জিআই ট্যাগ

নয়া জামানা ঃ জিআই স্বীকৃতির ক্ষেত্রে আরও এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল পশ্চিমবঙ্গ। শুক্রবার ভারত সরকারের জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন ওয়েবসাইটের নথিভুক্ত তালিকায় রাজ্যের ১২টি ঐতিহ্যবাহী পণ্যের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এর ফলে একদিকে যেমন এই শিল্প ও পণ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য আইনগত স্বীকৃতি পেল, তেমনই আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচিতি আরও সুদৃঢ় হল।নতুন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ১২টি পণ্যের মধ্যে বীরভূম থেকে রয়েছে শান্তিনিকেতনের বাটিক এবং স্বীকৃতি পেয়েছে বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশ, হটোগ্রামের শাঁখা শিল্প ও বিক্রমপুরের বেঙ্গল সিঙ্গিং বোল। হুগলি থেকে জিআই ট্যাগ পেয়েছে বলাগড়ের নৌকা ও জনাইয়ের মনোহরা। এছাড়া কলকাতার কলকাত্তি গয়না, পুরুলিয়ার লাক্ষা,

মুর্শিদাবাদের সিল্ক, মালদহের আশাপুরের বেগুন এবং পূর্ব বর্ধমানের নতুন গ্রামের কাঠের পুতুলও এই তালিকায় স্থান পেয়েছে।মালদহের নবাবগঞ্জের বেগুন, পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাইয়ের বাবরশা মিষ্টি এবং শান্তিনিকেতনের আলপনার জিআই আবেদন এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের আশা, শীঘ্রই এই তিনটি পণ্যও কাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি লাভ করবে।এই জিআই আবেদন প্রক্রিয়ার সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস চেয়ার

প্রফেসর পিনাকী ঘোষ এবং তাঁর সহকারী গবেষক দল। তাঁদের উদ্যোগে মোট ১৫টি পণ্যের জন্য আবেদন করা হয়েছিল, যার মধ্যে ১২টি ইতিমধ্যেই সফলভাবে জিআই স্বীকৃতি অর্জন করেছে।এই প্রকল্পে গবেষণা-সহযোগী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বীরভূমের বাসিন্দা অধ্যাপক শুভদীপ মণ্ডল। তথ্য সংগ্রহ, নথিপত্র প্রস্তুত এবং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রমাণ উপস্থাপনসহ আবেদন প্রক্রিয়ার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে তিনি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন।

শুভদীপ মণ্ডল বলেন, জিআই ট্যাগ প্রাপ্তির ফলে এই পণ্যগুলির মৌলিক পরিচয় আইনগত সুরক্ষা পাবে। পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পী ও কারিগরদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণে এই স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শান্তিনিকেতনের বাটিক ও একতারা প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, এই দুটি পণ্যের সঙ্গে রবি ঠাকুরের অবদান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই সরকারি স্বীকৃতি সেই পরম্পরাকে এক অন্য মাত্রা এনে দিল। বীরভূমের ছেলে হিসেবে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত।

বছরব্যাপী শ্যামাপ্রসাদ উদযাপন

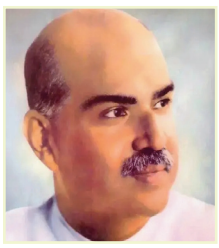

নয়া জামানা ঃ সারা বছর ধরে সাড়ম্বরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হবে। এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। বছরভর রাজ্যের সমস্ত জেলা সদর, ব্লক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হবে। এর মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকারি স্পনসরড স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইআইটিতে শ্যামাপ্রসাদকে স্মরণ করে বিশেষ অধিবেশন পালন করতে হবে।

বসিরহাটে উপনির্বাচনের দাবিতে বিজেপির, শুরু প্রস্তুতি

নয়া জামানা ঃ বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠন গোছানো ও প্রার্থী খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল বিজেপি। বৃহস্পতিবার বসিরহাট সফরে গিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। দলীয় সূত্রের দাবি, বৈঠকে সম্ভাব্য উপনির্বাচনের প্রস্তুতি, সাংগঠনিক সমন্বয় এবং প্রার্থী নির্বাচনের প্রাথমিক রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।দীর্ঘদিন ধরে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি শূন্য পড়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত উপনির্বাচনের দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি। দলের বক্তব্য, জনপ্রতিনিধি না থাকায় দীর্ঘ সময় ধরে এলাকার মানুষের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিজেপির দাবি, রাজ্যের শূন্য বিধানসভা কেন্দ্রগুলির উপনির্বাচনের সঙ্গে একই সময়ে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রেও ভোট করানো হোক।এ প্রসঙ্গে দলের মুখ পাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, প্রায় দু'বছর হতে চলল বসিরহাটে সাংসদ নেই। এত দীর্ঘ সময় একটি লোকসভা কেন্দ্র জনপ্রতিনিধিহীন থাকা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে কাম্য নয়। আমরা চাই, আর দেরি না করে

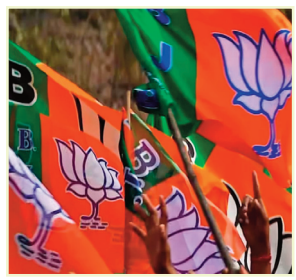

নির্বাচন কমিশন দ্রুত উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করুক।বিজেপির অন্দরের একাংশের দাবি, ভোটের সম্ভাবনা মাথায় রেখে এখন থেকেই সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদার করতে চাইছে দল। সম্ভাব্য প্রার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা, স্থানীয় সংগঠনের মতামত এবং রাজনৈতিক সমীকরণ ; সব দিক বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে সম্ভাব্য কোনও প্রার্থীর নাম নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি হননি দলের নেতারা।উপনির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে এখনও নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই বসিরহাটকে ঘিরে শাসক ও বিরোধী ; উভয় শিবিরের তৎপরতা বাড়বে।

পুর সমস্যার সমাধানে নয়া উদ্যোগ পুরমন্ত্রীর,জুলাইয়েই শুরু হচ্ছে মুখোমুখি

নয়া জামানা ঃ পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে রাজ্যের পৌর এলাকার নাগরিকদের জন্য চালু হতে চলেছে এক অভূতপূর্ব কর্মসূচি ; মুখোমুখি। আগামী ৪ জুলাই থেকে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (কেএমসি) এলাকা দিয়ে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। আসানসোলে ইসিএলের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সংবাদমাধ্যমের সামনে এই ঘোষণা করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল, রাজ্যের পৌর এলাকার নাগরিকরা যাতে জল, রাস্তা বা যেকোনও পুর পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার কথা সরাসরি পুরমন্ত্রীকে জানাতে পারেন। প্রতি শনিবার বেলা ১২টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কেএমসি এলাকার বাসিন্দাদের জন্য ফোন লাইন খোলা থাকবে। এই এক থেকে দেড় ঘণ্টার লাইভ সেশনে নাগরিকরা ফোন করে তাঁদের অভাব-অভিযোগ সরাসরি মন্ত্রীর কানে পৌঁছে দিতে পারবেন।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রতিটি সেশনে

তিনি নিজে কলকাতার দপ্তরে উপস্থিত থাকবেন। তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের আধিকারিক এবং গোটা বিভাগ কনফারেন্স রুমে একসঙ্গে বসবেন। দূরত্বের কারণে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আধিকারিকরা অনলাইনে যুক্ত হবেন। তবে বাকি সব কর্পোরেশনের আধিকারিকরা সেই দিন সশরীরে কলকাতার দপ্তরে হাজির থাকবেন।ফোন আসামাত্র সমস্যার বিবরণ লিখে নেওয়া হবে এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে অভিযোগকারীর মোবাইলে বার্তা পাঠিয়ে জানানো হবে যে তাঁর অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ও চূড়ান্ত বার্তা না পাওয়া পর্যন্ত সেই বিষয়ে কাজ জারি থাকবে।কলকাতার পর পর্যায়ক্রমে রাজ্যের বাকি কর্পোরেশন এলাকাগুলি ; আসানসোল, শিলিগুড়ি, হাওড়া, বিধাননগর এবং চন্দননগর ; এই কর্মসূচির আওতায় আসবে। প্রতিটি কর্পোরেশনের জন্য সপ্তাহের আলাদা আলাদা দিন ও সময় নির্ধারণ করা হবে। শীঘ্রই সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিস্তারিত জানানো হবে বলে মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন।জনসাধারণ ও প্রশাসনের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই এই অভিনব উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 27-06-2026 15:50 Page 2

আর রোগ ছড়াতে পারবে না মশা!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একটি মশা আপনার শরীরে বসে রক্ত চুষে উড়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার জ্বর, শরীরব্যথা বা ডেঙ্গুর মতো গুরুতর ভাইরাসজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। কিন্তু যে মশাটি ভাইরাস বহন করছিল, সেটি নিজে কখনও অসুস্থ হয় না। বরং সারাজীবন সেই ভাইরাস বহন করে একের পর এক মানুষকে সংক্রমিত করতে থাকে। বহুদিন ধরেই এই বিষয়টি বিজ্ঞানীদের কাছে এক বড় রহস্য ছিল। এবার সেই রহস্যের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র খুঁজে পেয়েছেন স্পেনের গবেষকরা।স্পেনের বার্সেলোনার পম্পেউ ফাবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক সম্প্রতি মশার কোষে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতো ভাইরাস কীভাবে টিকে থাকে, তা নিয়ে গবেষণা করেন। গবেষণার নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মলিকিউলার ভাইরোলজি বিভাগের প্রধান জুয়ানা দিয়েজ। তাঁদের গবেষণায় উঠে এসেছে, মশার শরীরে প্রবেশ করার পর ভাইরাস নিজের কার্যকলাপ ইচ্ছাকৃতভাবে অনেকটাই কমিয়ে দেয়। এই কৌশলের ফলেই মশার কোষ ধ্বংস হয় না এবং মশাও সুস্থ থাকে।গবেষকরা দেখেছেন, ভাইরাসের জিনগত উপাদান মশার কোষে প্রচুর পরিমাণে জমা হলেও সেই তথ্য থেকে ভাইরাসের প্রোটিন খুব কম তৈরি হয়। অর্থাৎ ভাইরাস নিজের বংশবৃদ্ধির গতি নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়াকে 'ট্রান্সলেশনাল রিপ্রেশন' নামে চিহ্নিত করেছেন।গবেষকদের মতে, এটি অনেকটা এমন, যেন ভাইরাস নিজেই নিজের কার্যকলাপের গতি কমিয়ে দেয়। ফলে মশার কোষে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয় না, কোষের শক্তি বজায় থাকে এবং কোষ স্বাভাবিকভাবে বিভাজিত হতে পারে। তাই ভাইরাস সারাজীবন মশার শরীরে থাকলেও মশা অসুস্থ হয়ে পড়ে না।অন্যদিকে মানুষের শরীরে একই ভাইরাস সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ করে। মানুষের কোষে প্রবেশ করার পর ভাইরাস দ্রুত কোষের প্রোটিন তৈরির যন্ত্র দখল করে নেয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল পরিমাণে নিজের কপি তৈরি করতে শুরু করে। এর ফলে কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়ার মতো রোগের লক্ষণ দেখা দেয়।গবেষণায় আরও জানা গেছে, মানুষের শরীরে ভাইরাস দুটি বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে। একটি ভাইরাল প্রোটিন কোষের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে প্রবেশ করে স্বাভাবিক জিনের কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। পাশাপাশি ভাইরাস কোষের প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়াকেও নিজের অনুকূলে বদলে নেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মশার কোষে এই দুটি কৌশলের কোনওটিই কাজ করে না। ফলে ভাইরাস সেখানে ধীরগতিতে টিকে থাকে এবং কোষকে ধ্বংস করে না।গবেষকদের মতে, ভাইরাসের এই আত্মসংযমই তার সবচেয়ে বড় শক্তি, আবার ভবিষ্যতে এটিই হতে পারে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। যদি এমন কোনও প্রযুক্তি তৈরি করা যায়, যার মাধ্যমে ভাইরাসকে মশার শরীরে অতিরিক্ত দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে বাধ্য করা যায়, তাহলে ভাইরাসই মশার কোষ ধ্বংস করতে পারে। আবার ভাইরাসের দীর্ঘদিন টিকে থাকার ক্ষমতা নষ্ট করলেও মশার মাধ্যমে রোগ ছড়ানো বন্ধ করা সম্ভব হতে পারে।তবে গবেষকরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই গবেষণা এখনও পরীক্ষাগারের কোষভিত্তিক পর্যায়ে রয়েছে। বাস্তবে মশার শরীরে এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার মতো প্রযুক্তি এখনও তৈরি হয়নি।

বিশ্বের দ্বিতীয় নিরামিষভোজী শহর হতে চলেছে তীর্থ-নগরী বারাণসী

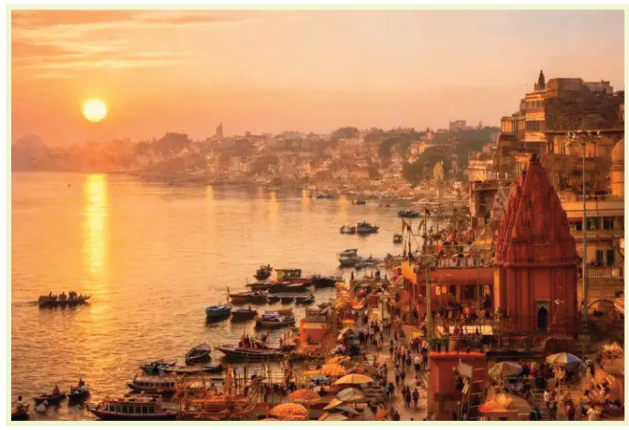

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গত রবিবার বারাণসীর সিগরা এলাকায় ওম প্রকাশ সিংয়ের পরিবার যখন একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য একত্রিত হয়েছিল, তখন খাবারের তালিকায় ঠিক সেই সব পদই ছিল যা পূর্ব উত্তরপ্রদেশের কোনও ঐতিহ্যবাহী ভোজসভায় প্রত্যাশা করা যায়। খাবারের তালিকায় ছিল, মাছ, মুরগি, খাসির মাংস, শূকরের মাংস এবং নিরামিষ ও আমিষ নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার। কিন্তু সেই ভোজের আয়োজন করাটা আগের মতো সহজ ছিল না।ঠাকুর সম্প্রদায়ের সদস্য ওম প্রকাশ সিং এমন এক পরিবারে বেড়ে উঠেছেন যেখানে মাংস সবসময়ই ছিল খাদ্যাভ্যাসের নিয়মিত অংশ। সাধারণত সপ্তাহে তিন দিন (বুধ, শুক্র ও রবিবার) মুরগি ও খাসির মাংস রান্না করা হত। সিং বলেন, সাধারণত আমি সিগরা স্টেডিয়ামের কাছে আমার বাড়ি থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লাল্লাপুরা এলাকা থেকে মাংস কিনে আনতাম। কিন্তু এবার, আমাকে গঙ্গা পেরিয়ে রামনগর পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।ক্ষ আগে মাংস কেনা (সে ভোজের জন্যই হোক বা সাধারণ প্রয়োজনে) ছিল চটজলদি সেরে ফেলার মতো একটি কাজ। এখন প্রোটিনের বিভিন্ন উৎস জোগাড় করতে সিংকে আগে থেকে পরিকল্পনা করতে হয়।লাল্লাপুরার যেসব দোকানে সিং দশকের পর দশক ধরে নিয়মিত কেনাকাটা করতেন, সেগুলো ইতিমধ্যেই বন্ধ হতে শুরু করেছে। শহরের মেয়র অশোক তিওয়ারি জানিয়েছেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে বারাণসী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ভিএমসি) এলাকার সমস্ত মাংসের দোকান শহরের উপকণ্ঠে সরিয়ে নেওয়া হবে।বারাণসী পুরোপুরি নিরামিষভোজী শহরে পরিণত হচ্ছে না ঠিকই, তবে শহরের সীমানার মধ্যে মাংসের দোকান চালানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানে গুজরাটের পালিটানা হল বিশ্বের একমাত্র শহর যা কঠোরভাবে নিরামিষভোজী। জৈন ধর্মের বেশ কয়েকটি তীর্থস্থান থাকা পালিটানায় মাংস বিক্রি এবং এমনকি বাড়িতে মাংস খাওয়াও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।বারাণসীতে সিংয়ের এই ভোগান্তি এখন শহরের বাসিন্দাদের জন্য ক্রমশ সাধারণ ঘটনায় পরিণত হচ্ছে, কারণ শহর কর্তৃপক্ষ মাংস, মাছ ও পোলট্রির দোকানগুলোকে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে উপকণ্ঠে সরিয়ে নেওয়ার এক বড় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে।এই মাসের শুরুর দিকে, ভিএমসি আগামী ছয় মাসের মধ্যে ধাপে ধাপে প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০টি মাংস-সংক্রান্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। শহর সংলগ্ন পাঁচটি নির্দিষ্ট এলাকায় (রামনগর, সুজাবাদ, গণেশপুর, আওয়ালেশপুর ও শিবপুর) দোকানগুলো সরিয়ে নেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষ আশা করছে, দীপাবলির (এ বছরের নভেম্বর মাসে) আগেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।পৌরসভার কর্মকর্তাদের মতে, ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই মন্দির-শহরটিকে আরও পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল করে তোলা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি ও যানজট কমানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। বারাণসী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (ভিএমসি) জনসংযোগ কর্মকর্তা সন্দীপ শ্রীবাস্তব গত সপ্তাহে জানিয়েছেন যে, কাশীর সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে শহরটিকে আরও সুসংহত ও পরিকল্পিত করে তোলার বৃহত্তর প্রচেষ্টারই একটি অংশ হল এই পদক্ষেপ।উত্তর প্রদেশের বারাণসী শহরটি মূলত কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ঘাটগুলোর জন্য পরিচিত। এর মধ্যে মণিকর্ণিকা ও হরিশ্চন্দ্র- এই দুটি ঘাট শবদাহের জন্য ব্যবহৃত হয়। বহু পুণ্যার্থী এখানে আসেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এই স্থানটিই মোক্ষ (জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি) লাভের উপযুক্ত জায়গা।গত এক দশকে শহরটিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সংস্কার করা হয়েছে বিভিন্ন ঘাট, কাশী বিশ্বনাথ করিডোর সংলগ্ন রাস্তাগুলো প্রশস্ত করা হয়েছে এবং বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও অবিচ্ছিন্নভাবে জনবসতিপূর্ণ এই শহরটিকে আধুনিক করে তোলার লক্ষ্যে বড় বড় সব পরিকাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।শিব তীর্থ কাশী বা বারাণসীতে নিরামিষভোজনই কাম্য- এমন ধারণা প্রচলিত থাকলেও, বাস্তবে এটি নানা সম্প্রদায় ও বিচিত্র খাদ্যাভ্যাসের শহর।ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে কাশীর সঙ্গে নিরামিষভোজনের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও, এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্রটি অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। জনসংখ্যার একটি বড় অংশের (যার মধ্যে রয়েছেন বহু ঠাকুর পরিবার, মুসলিম ও বাঙালিরা) খাদ্যতালিকায় মাছ ও মাংসের উপস্থিতি দীর্ঘকাল ধরেই রয়েছে। তাঁদের রন্ধনশৈলীতে মাছ, মুরগি ও খাসির মাংসের বিশেষ স্থান রয়েছে।ঐতিহাসিকভাবেই বারাণসীতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর (যার মধ্যে তাঁতি সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত) উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। ফলে, মাছ, মাংস ও মুরগির দোকানগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রভাব কেবল ব্যবসায়ীদের ওপরই পড়বে না, বরং নিয়মিত আমিষ খাবার গ্রহণকারী বিপুল সংখ্যক বাসিন্দার ওপরও পড়বে।'

বিশ্বকাপ ফুটবল জিতবে কোন দল? বলে দিচ্ছে 'সাইকিক ক্যাট'!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ফুটবল বিশ্বকাপ এলেই নানা ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী সামনে আসে। কেউ জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে ম্যাচের ফল বলেন, কেউ আবার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে বিজয়ী দলের নাম অনুমান করেন। তবে এবার বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক বিশেষ বিড়াল। তার নাম বিলি। অনেকেই এখন তাকে 'সাইকিক ক্যাট' বা ভবিষ্যৎবাণী করা বিড়াল বলে ডাকছেন।আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা এই বিড়ালটি দেখতে একেবারে সাধারণ হলেও তার ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা নিয়েই এখন চর্চা তুঙ্গে। জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপের বিভিন্ন ম্যাচের আগে বিলির সামনে অংশগ্রহণকারী দুই দেশের পতাকা রাখা হয়। এরপর সে যে পতাকার দিকে এগিয়ে যায় বা থাবা দেয়, সেই দলকেই সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে ধরা হয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এখন পর্যন্ত বিলির করা বেশিরভাগ ভবিষ্যদ্বাণীই নাকি সত্যি হয়েছে। ড্র হওয়া ম্যাচগুলি বাদ দিলে সে টানা একাধিক ম্যাচের বিজয়ী দল সঠিকভাবে বেছে নিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এই সাফল্যের কারণেই সোশ্যাল

মিডিয়ায় রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সে।বিলির মালিকরা জানিয়েছেন, প্রথমে বিষয়টি শুধুই মজার ছলে শুরু হয়েছিল। তারা ভাবেননি যে একটি সাধারণ খেলা এত দ্রুত ভাইরাল হয়ে যাবে। কিন্তু একের পর এক সঠিক পূর্বাভাসের পর ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। এখন হাজার হাজার মানুষ বিলির পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীর অপেক্ষায় থাকেন।তবে এই ধরনের ঘটনা ফুটবল বিশ্বে নতুন নয়। ২০১০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপে পল দ্য অক্টোপাস নামের একটি অক্টোপাস সঠিকভাবে একাধিক ম্যাচের ফল অনুমান করে বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত হয়েছিল। এরপর আরও কয়েকটি প্রাণীকে কেন্দ্র করে এমন ভবিষ্যদ্বাণীর ঘটনা সামনে এসেছে। সেই তালিকায় এবার নতুন সংযোজন বিলি।বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন, এর পিছনে কোনও অলৌকিক শক্তি বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। প্রাণীরা সাধারণত খাবার, গন্ধ বা পরিবেশের প্রভাবে কোনও একটি দিক বেছে নেয়। পরে সেটি কাকতালীয়ভাবে সঠিক প্রমাণিত হতে পারে। তাই এসব ভবিষ্যদ্বাণীকে বিনোদনের অংশ হিসেবেই দেখা উচিত।তবুও ফুটবলপ্রেমীদের কাছে বিষয়টি দারুণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিশ্বকাপের উত্তেজনার মাঝে বিলির ভবিষ্যদ্বাণী যেন আলাদা এক আনন্দ যোগ করেছে। কেউ কেউ মজা করে বলছেন, বিশ্লেষক বা বিশেষজ্ঞদের চেয়েও নাকি এই বিড়ালের ভবিষ্যদ্বাণী বেশি নির্ভুল!এখন দেখার বিষয়, বিশ্বকাপের পরবর্তী ম্যাচগুলিতেও বিলি তার সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে পারে কি না। তবে ফলাফল যাই হোক না কেন, এই ছোট্ট বিড়ালটি ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের নজর কেড়ে নিয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 27-06-2026 15:50 Page 3

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় ডেলিভারি বয়ের মৃত্যু,ক্ষতিপূরণের দাবিতে জিটি রোড অবরোধ

নয়া জামানা , আসানসোল ঃ আসানসোলের জিটি রোডের কুমারপুর ব্রিজ সংলগ্ন গোপালপুর এলাকায় শনিবার সকালে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক যুবক। মৃতের নাম কুনাল ওরফে সুমন কুমার সিং (২২)। আহত আদিত্য সাউ (২৩) বর্তমানে আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দু'জনেই হিরাপুর থানার ধ্রুবডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা এবং একটি নামী বহুজাতিক সংস্থার ডেলিভারি বয় হিসেবে কর্মরত ছিলেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ কুলটির দিক থেকে মোটরবাইকে করে কুমারপুর ব্রিজে উঠছিলেন সুমন ও আদিত্য। সেই সময় আসানসোলের দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের মোটরবাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে দু'জনই রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সুমনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত আদিত্যর চিকিৎসা চলছে।ঘটনার পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃত ও আহত যুবকের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণের দাবিতে আসানসোল-কুলটি জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধের জেরে দীর্ঘ সময় যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে এবং ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, পিকআপ ভ্যানের চালকের বয়স কম ছিল এবং তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পাশাপাশি কুমারপুর ব্রিজে পর্যাপ্ত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। পুলিশের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র মোটরবাইক আরোহীদের জরিমানা ও হয়রানির অভিযোগও তোলেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ, ট্রাফিক গার্ড, ডিসিপি (ট্রাফিক) জধওয়ার অভিনাশ ভীমরাও-সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি বিক্ষোভ কারীদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দেন। তাঁর আশ্বাসের পর অবরোধ উঠে গেলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। বিধায়ক বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।ডিসিপি (ট্রাফিক) জানান, পিকআপ ভ্যানটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং চালককে আটক করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

আবার আসতে হলে ফল ভালো হবে না, পুলিশকে কড়া হুঁশিয়ারি মন্ত্রী শংকর ঘোষের

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ সিন্ডিকেট-মাফিয়ারাজ রুখতে জিরো টলারেন্স নীতি বিজেপি সরকারের। পুলিশকে একথা বুঝিয়ে দিলেন পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। থানায় ঢুকে পুলিশকে বালির মাফিয়ারাজ রুখতে নির্দেশ দিলেন। ঘুরে দেখলেন এলাকা। এদিন শিলিগুড়িতে ফিরেই এলাকার ভাঙা রাস্তা দেখতে বেরন শঙ্কর। আশিঘর এলাকায় একাধিক ভাঙা রাস্তা ঘুরে দেখেন তিনি।

জলে টইটম্বুর এলাকায় দুর্ঘটনা রুখতে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ ও বর্ষা শেষে রাস্তা সারাইয়ের কথাও জানান। বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, বহুদিন ধরেই রাস্তা খারাপ। দুর্ঘটনা ঘটছে। মন্ত্রী আসায় তাঁরাও আশায় বুঁক বাধছেন।বাসিন্দাদের কাছেই মন্ত্রী জানতে পারেন, এলাকায় বালি পাচার চলছে। স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা একটি গাড়িও ধরে দেন পুলিশকে। শুনেই সটান পর্যটনমন্ত্রী চলে যান থানায়। ধমকের সুরে পুলিশকে বলেন, দ্রুত ব্যবস্থা নিন। আর একবার আমায় আসতে হলে ফল ভালো হবে না।মন্ত্রী জানান, সরকার যা চাইছে তা দেখতে হবে পুলিশকে। আগের সরকার বদল হয়েছে। আর মন্ত্রীদের মাঝেমাঝে থানায় আসা ভালো। যোগাযোগ ভালো থাকে। শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের ইস্টার্ন বাইপাসের আশিগড় মোড় থেকে নরেশ মোড় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা, প্রায় সহি দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে চলাচল করতে হয় মানুষকে। এদিন ডাব গ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার কে নিয়ে পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন।

দামোদরের হবে নতুন সেতু , আশ্বাস মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বহু প্রতীক্ষিত বার্নপুরের দামোদর নদীর উপর স্থায়ী সেতু নিয়ে বড় বার্তা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল।মন্ত্রী জানান, নতুন সেতুর প্রস্তাব ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া চলছে। তাঁর দাবি, বাজেটে আলাদা উল্লেখ না থাকলেও খুব শীঘ্রই দামোদরের উপর নতুন সেতুর কাজ শুরু হবে।এছাড়াও তিনি আসানসোল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে এরিয়াল মেট্রো প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কথাও উল্লেখ করেন। দীর্ঘদিনের এই সেতুর দাবি পূরণ হলে বার্নপুর, আসানসোল ও আশপাশের এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।এখন সকলের নজর একটাই;কবে শুরু হবে বহুল প্রতীক্ষিত দামোদর সেতুর নির্মাণকাজ?

ভোটের পর এলাকায় ফিরতেই কোমরে দড়ি!

ঘুঘুমারিতে তৃণমূল নেতাকে বাজারে ঘোরাল জনতা

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার ঘুঘুমারি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতাকে কোমরে দড়ি বেঁধে বাজার এলাকায় ঘোরানোর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।জানা গেছে, ওই ব্যক্তির নাম ফজলু মিয়া। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন এবং স্থানীয়রা তাঁকে তৃণমূল নেতা তথা অঞ্চল সভাপতি দীপক দে-র ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোটের আগে ফজলু মিয়া বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন এবং এলাকার হিন্দু পরিবারগুলির উপর অত্যাচার ও হুমকি দিয়েছিলেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে ফজলু মিয়া এলাকা ছেড়ে আত্মগোপন করেছিলেন। শনিবার সকালে তিনি এলাকায় ফিরলে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা তাঁকে ঘিরে ধরেন। এরপর তাঁর কোমরে দড়ি বেঁধে ঘুঘুমারি বাজার এলাকায় ঘোরানো হয় বলে অভিযোগ।ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ফজলু মিয়াকে উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রয়েছে প্রশাসন।

উস্কানিমূলক মন্তব্যে গ্রেপ্তার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর তারকেশ্বর চক্রবর্তী

নয়া জামানা ,কলকাতা ঃ কলকাতা পুরনিগমের ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর তথা বরো ১১-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, উস্কানিমূলক মন্তব্য ও হুমকির অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।জানা গিয়েছে, সার্ভে পার্ক থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়। শনিবার তাঁকে আলিপুর আদালতে তোলা হবে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাঁর হেফাজতের আবেদন জানাতে পারে।এই গ্রেফতারের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে গ্রেফতার হওয়া কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরদের তালিকায় আরও একটি নাম যুক্ত হল। এর আগে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্য, স্বপন সমাদ্দার, বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, মহেশকুমার শর্মা, অরিজিৎ দাস ঠাকুর, শচীন সিংহ, সুদীপ পোল্লে এবং সুশান্ত ঘোষ।উল্লেখ্য, ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে ওড়িশার পুরী থেকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।তারকেশ্বর চক্রবর্তীর গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিজেপির দাবি, এই ধরনের ঘটনা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রতিফলন। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য, আইন তার নিজস্ব পথে চলবে এবং আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দোষী বলা যায় না।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 27-06-2026 15:50 Page 4

লাস্যময়ী’ খিচুড়ি

যার প্রেমে হাবুডুবু খেতেন বিবেকানন্দ থেকে সিরাজউদ্দৌলা

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই মা দুর্গা নন্দিকে তলব করেছেন, ‘যাও ডাব পেড়ে নিয়ে এসো।নন্দির তখনও গতরাতের গাঁজার ঘোর কাটেনি। কোনওরকমে জড়ানো স্বরে বলল, ‘এত্তো সকালে মা?’ ‘হ্যাঁ, বাবুর হুকুম হয়েছে। ডাবের জল দিয়ে রান্না করা মুগের ডালের খিচুড়ি খাবেন।’নন্দি লাফিয়ে উঠে ডাব পাড়তে ছুটল।আস্তে যা, হড়কে যাবি। নন্দি-ভৃঙ্গি সবাই পাবি।’

মনসামঙ্গল কাব্যে স্বয়ং শিব যে খাবারটি খাবার আবদার পার্বতীর কাছে জানিয়েছিলেন, তা হল অবৈসাদৃশ্যময় উপকরণে তৈরি মিশ্র খাদ্য অর্থাৎ খিচুড়ি। খাদ্যরসিক বাঙালির বর্ষাকাল মানেই খিচুড়ির কাল। বৃষ্টি পড়লেই বাঙালি-বাড়িতে যখন-তখন বদলে যেতে পারে মেন্যু। কাশ্মীর থেকে কণ্যাকুমারী, আসমুদ্র হিমাচলে বোধহয় এমন কেউ নেই এর স্বাদ যে চাখেনি। তুমুল বা ঝিরঝিরে, বৃষ্টির সঙ্গে খিচুড়ির এবং খিচুড়ির সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক আজও অটুট।বাঙালির তিন ‘আইডল’ বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করার আগে প্রথম জনের ‘পেটুক সঙ্ঘ’ বা ‘গ্রিডি ক্লাব’-এর গবেষণার একটি বিষয় ছিল, ‘খিচুড়ি রাঁধবার নতুন পথ।’ রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরও তিনি এসব ছাড়েননি। বেলুড়মঠে দুর্গাপুজো আরম্ভ হবার পর যে ভোগ রান্না চালু হয় তা শতভাগ বিবেকানন্দের ইচ্ছা, উদ্যোগ ও পরিকল্পনায়। তাঁর সেই আঠারো শতকের শেষ ভাগের রেসিপি এখনও চলছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক শঙ্করের ভাষায়, ‘ওয়ার্ল্ডের সেরা খিচুড়ি তৈরি হয় বেলুড়মঠে।’বিদেশেও উনিশ শতকের ভিক্টোরিয়ান যুগে (১৮৩৭-১৯০১) খিচুড়ি ইংল্যান্ডের হেঁসেলে ঢুকে পড়েছিল। মোটামুটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি মিশরীয়দের মধ্যে তকুশারিদ নামে একটি পদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এটি তৈরি হতো চাল, ডাল, চানা, ভিনিগার, টমেটো সস, পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে। রন্ধনপ্রণালী হিসেবে এই কুশারীকেই খিচুড়ির ভিন্নরূপ বলা যেতে পারে।

বিবেকানন্দের পরিকল্পিত খিচুড়িতে সমান মাপের চাল, মুগের ডাল ও সব্জি দেওয়া হয়। সব্জি বলতে শুধু প্রথাগত আলু, ফুলকপি, মটরশুঁটি নয়, সব ধরনের সব্জি তা পটল থেকে কচু অবধি হতে পারে। আর বেলুড়মঠের সেই খিচুড়ির সহযোগী হিসাবে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ‘টমেটো আমড়া কুমড়ো দিয়ে চাটনি’...আহা! এ স্বাদ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরাই জানেন। বিশ্ববিখ্যাত কারণ, বিবেকানন্দ যখন বিদেশ যেতেন তখনও তিনি এই চাটনি নিজে রাঁধতেন। জিনিস সেখান থেকে সংগ্রহ করতেন ঠিকই তবে তাঁর গেরুয়া পোশাকের পকেটে সবুজ লঙ্কা, পাঁচফোড়ন থেকে অন্যান্য মশলা থাকত। আর সঙ্গে নিয়ে যেতেন মুগের ডাল। যা শেষ হয়ে গেলে তিনি পার্শেল করে মুগডাল পাঠানোর জন্যে চিঠি লিখতেন। খিচুড়ির সঙ্গে ভাজা ইত্যাদির কুটনো কাটার তদারক বিবেকানন্দ নিজে করতেন। আর ওই মহাভোজের জন্যে অত্যন্ত পরিপাটি ও দৃষ্টিনন্দনভাবে আলুর খোসা নিজে ছাড়াতেন। মা সারদা নরেনের এমন নৈপুণ্য দু’চোখ মেলে দেখতেন এবং তারিফ করতেন।চৈতন্যদেবের খিচুড়ি খুবই প্রিয় ছিল, এ কথা আর নতুন করে বলে দিতে হয় না। আর এখন তো তাঁর মহাভোগ বলতে খিচুড়িই বোঝায়। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রসাদ হিসেবে ভক্তদের যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়, তা লোকমুখে সংক্ষেপে তজগা- খিচুড়িদ নামে পরিচিত। যা কথ্যভাষায় আবার তালগোল পাকানোর প্রতিশব্দ। কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা যক্ষদেবতা কুবেরকে খিচুড়ি ভোগ উৎসর্গ করেন, যার নাম অখে তসিমাভাসদ। তামিলনাড়ুতে খিচুড়িকে অপোঙ্গলদ বলে। রাজস্থানে যে হাল্কা খিচুড়ি রান্না হয় , তাকে অতেহরিদ বলে , যা পুষ্টিকর। মহারাষ্ট্রে খিচুড়ির সাথে মেশানো হয় সরষে দানা। মহামুনি চরক বলেছেন খিচুড়ি, পোলাও এর থেকে কিছু কম গুণাগুণ যুক্ত নয়। নবাব-বাদশাদের প্রসঙ্গে বিস্তৃতে যাচ্ছি না, শুধু একটা কথা বলি, আকবর হুমায়ুন থেকে সিরাজউদ্দৌলা;সবারই প্রিয় ছিল মুগের ডালের খিচুড়ি। পলাশির যুদ্ধে হেরে নবাব যখন নৌকো করে পালাচ্ছিলেন সেই নৌকোতেও খিচুড়ি চাপানো হয়েছিল।

খিচুড়ির উৎস সন্ধানে

খিচুড়ির ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে দেখা যাবে, এ নিয়ে বাঙালির যত আবেগ থাকুক না কেন, এ খাবারের উৎস বাংলা নয়। এর প্রবেশ বাংলায় খানিকটা পরে। গ্রিকদূত সেলুকাস উল্লেখ করেছেন তখ ন ভারতীয় উপমহাদেশে চালের সঙ্গে ডাল মেশানো খাবার খুবই জনপ্রিয় ছিল। আল বেরুনিও তাঁর ভারততত্ত্বে খিচুড়ির প্রসঙ্গ বাদ দেননি। মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা খিচুড়ি প্রস্তুতি চাল, ডাল নয় নির্দিষ্ট করে মুগডালের কথাও বলেছেন। চাণক্যের লেখা মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময়কালে এর উল্লেখ মেলে। সপ্তদশ শতকে ভারত ভ্রমণকালে ফরাসী পরিব্রাজক তাভের নিয়ের লিখেছেন, সে সময় ভারতে প্রায় সব বাড়িতেই খিচুড়ি খাওয়ার রেওয়াজ ছিল।মোঘল আমলের ইতিহাস বলে আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী তে নানা ধরনের খিচুড়ি তৈরির কথা বলেছেন। খিচুড়ির প্রতি ভালোবাসা ছিল জাহাঙ্গীরেরও। তাতে মিশত পেস্তা ও কিসমিস, ভালোবেসে নাম রেখেছিলেন তলাজিজাঁদ। বিদেশেও উনিশ শতকের ভিক্টোরিয়ান যুগে (১৮৩৭-১৯০১) খিচুড়ি ইংল্যান্ডের হেঁসেলে ঢুকে পড়েছিল। মোটামুটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি মিশরীয়দের মধ্যে তকুশারিদ নামে একটি পদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এটি তৈরি হতো চাল, ডাল, চানা, ভিনিগার, টমেটো সস, পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে। রন্ধনপ্রণালী হিসেবে এই কুশারীকেই খিচুড়ির ভিন্নরূপ বলা যেতে পারে।বাংলায় প্রবেশ তবে কবে? ১২০০-১৮০০ সালের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে বাংলায় খিচুড়ির আবির্ভাব। ডাল গরিবের আমিষ বলা হলেও প্রথমদিকে ডাল ছিল উচ্চশ্রেণীর খাদ্য। তখিচুড়ির চার ইয়ার , ঘি পাঁপড় দহি আচারদ কথাটি চালু থাকলেও বাঙালি মানেই খিচুড়ি পাঁপড়। তবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রন্ধনপটীয়সীরা বলেছেন তদই দিয়ে খিচুড়ি খাইতে মন্দ লাগে না।দ তাঁদের বক্তব্য ছিল; ‘ডালে আর চালে খিচুড়ি বানায়/খিচুড়ির স্বাদ পোলায়ে না পায়/ খিচুড়ি বৈষ্ণব ও পোলাও শাক্ত/ নিরামিষ হিন্দু খিচুড়ির ভক্ত।’তাই আজও খিচুড়ির একটা আলাদাভাবে তনান- ক্যান- বিটদ ব্যাপার আছে বইকি! আর সেকারণেই জিহ্বের জলের দুর্বলতার জন্য অনায়াসে দায়ী করাই যায় এই ‘লাস্যময়ী’ পদটিকে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।